আজকের কাগজ
তারিখ 11 APR 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু

❑সাত শীর্ষ নেতা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যৌথ এবং বাস্তব পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন

❑প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত

মোস্তাক হোসেন : বর্ণাঢ্য এবং উজ্জ্বল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও উৎসব মুখরতার মধ্যদিয়ে গতকাল ঢাকায় বহু প্রত্যাশিত দু'দিনব্যাপী সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সকাল ৯টায় সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গার্ড অব অনার প্রদানের মধ্যদিয়ে শুরু হয় এবারের শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এরপর একে একে ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রানা সিঙ্গে প্রেমাদাসাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। সবুজ ঘাসের চত্বরে নির্মিত একটি সুসজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতারা গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। বাদ্যযন্ত্রে স্ব স্ব দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মাঠে সার্ক শীর্ষ নেতাদের অভ্যর্থনা জানান। শীর্ষ নেতারা সম্মেলন কেন্দ্রে ঢোকার পথে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা বিভিন্ন পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাদেরকে স্বাগত জানায়। বাদ্য যন্ত্রে পরিবেশিত হয় সার্ক দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের সুর।

কিশোরী ও তরুণীরা ফুলের পাপড়ি আন্দোলিত করে সার্ক শীর্ষ নেতাদেরকে বরণ করে। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী উৎসবমুখর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারম্যান এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রানা সিঙ্গে প্রেমাদাসার সভাপতিত্বে শুরু হয় উদ্বোধনী অধিবেশন। সাত সার্ক শীর্ষ নেতারা দশটা পনেরো মিনিটে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। সার্ক ঐতিহ্য অনুযায়ী উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এরপর সার্ক চার্টার অনুযায়ী সার্কের চেয়ারম্যান রানা সিঙ্গে প্রেমাদাসা সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারপার্সন হিসেবে বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করেন এবং খালেদা জিয়া সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের চেয়ারপার্সন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সকাল এগারোটায় সার্কের নব নির্বাচিত চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মূল অধিবেশন শুরু হয়। সার্ক চার্টার অনুযায়ী চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে এরপর একে একে উদ্বোধনী ভাষণ দেন ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নেওয়াজ শরীফ এবং সবশেষে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রানা সিঙ্গে প্রেমাদাসা। তিন ঘন্টাব্যাপী উদ্বোধনী অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, সরকারি ও বিরোধী দলের নির্দিষ্ট সংখ্যক সাংসদ, ঢাকাস্থ বিদেশী মিশনের রাষ্ট্রদূত, সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা। উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার নেতারা একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের এলাকার সহিষ্ণুতা আরো সুদৃঢ় এবং সহমর্মিতার বিকাশে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। তিনি বলেন, এবারের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইতিহাসের এক অনন্য যুগসন্ধিক্ষণে। সময়ের এই ক্রান্তিলগ্নে সম্ভাবনা ও আশঙ্কা, আশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, সার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি। তাই এবারের শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার বিকাশে অসামঞ্জস্যতা দূর করতে হবে। সার্কের ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের ওপর আলোকপাত করে খালেদা জিয়া বলেন, আমাদের সামনে যে কাজগুলো অসমাপ্ত তা সবই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। এ সত্ত্বেও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও তাঁর ভাষণে বলেন, এবারের শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে আমরা সার্কের একটি সময়কাল অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হতে যাচ্ছি। তিনি বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এবং ব্যবসায়িক বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপটে সার্ককে অর্থবহ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আসিয়ান, পশ্চিম ইউরোপ এবং এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সার্ককে এখন প্রতিযোগিতা করতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ কমিশনের প্রস্তাবের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে নরসীমা রাও বলেন, এবারের শীর্ষ সম্মেলনে আমাদেরকে এ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের বাস্তব কর্মসূচি নিতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ বলেন, এবারের সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যদিয়ে সার্কের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক গতিধারা নির্ণয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সার্ককে শান্তি ও অগ্রগতির নতুন ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ও সার্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রানা সিঙ্গে প্রেমাদাসা তাঁর ভাষণে বলেন, কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কারণে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন দু'বার পিছিয়ে গেলেও আমরা এবার তা সম্পন্ন করতে পারছি। আমাদেরকে এখন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যাতে করে সম্মেলন স্থগিত করার মতো ঘটনা আর না ঘটে। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গঠিত কমিশনের প্রস্তাব কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব দেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা বলেন, দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে সার্কের চেতনা বাস্তবায়ন করা যাবে না। ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক বলেন, আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানে আমাদের এখন বাস্তবানুগ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সার্কের অর্থনৈতিক তৎপরতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, সাপতা চুক্তির ওপর আমাদের যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। বর্ণাঢ্য এ উদ্বোধনী অধিবেশনে শেখ হাসিনা ছাড়া বিরোধী দলের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, সাংসদ তোফায়েল আহমদ, রাশেদ খান মেনন, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ। **উদ্বোধনী ভাষণ ২-এর পাতায়**